মিলাদে মুস্তফা صلى الله عليه وآله وسلم

18-October-2021

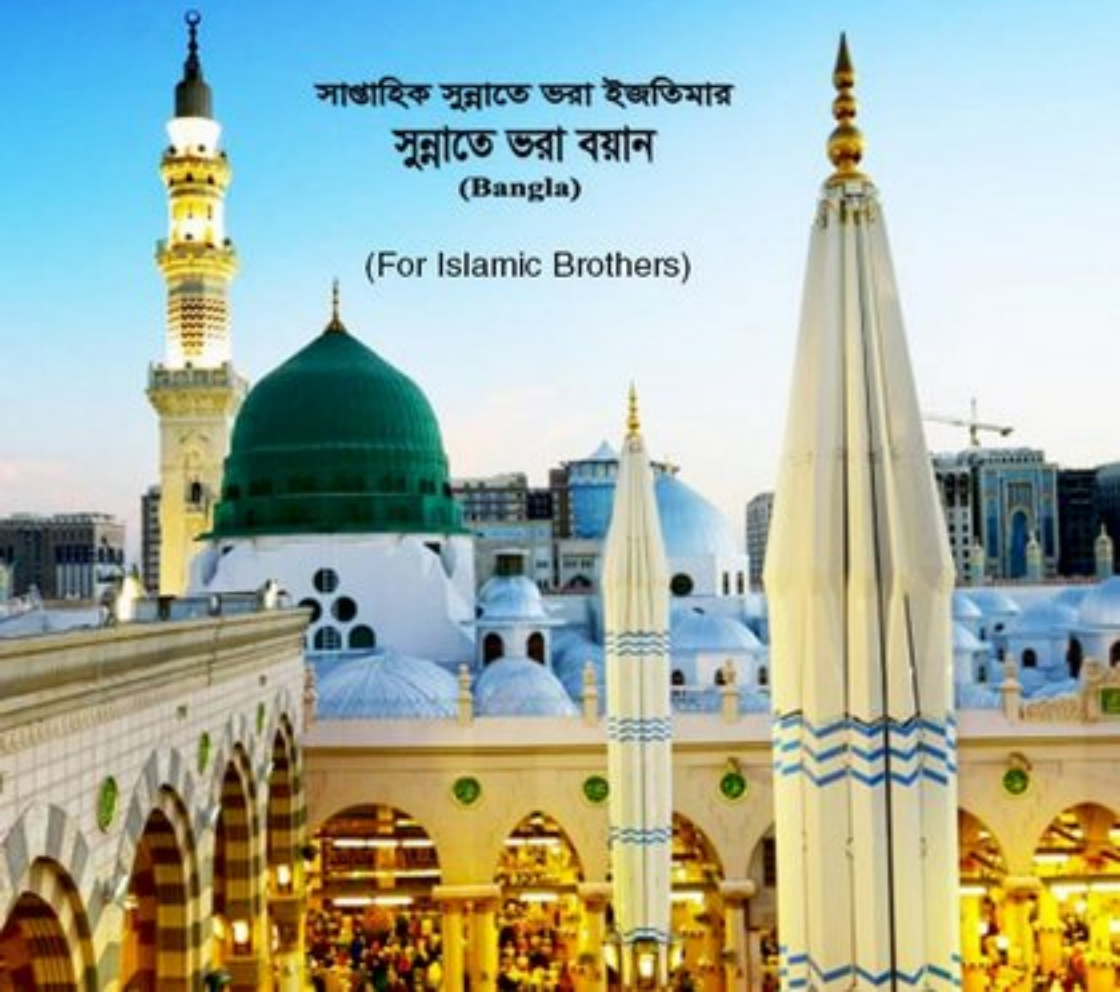

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَيْكَ অর্থাৎ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** একজন ফিরিশতা আমার কবরে নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ

www.dawateislami.net

শুনার ক্ষমতা প্রদান করেছেন, ব্যস কিয়ামত পর্যন্ত যেই ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকে তখন সেই ফিরিশতা আমাকে তার পিতার নাম উপস্থাপন করে (আর বলে:) অমুক বিন অমুক আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করছে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়া, ১০/২৫১, হাদীস ১৭২৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে বিষয়বস্তু হলো **"মিলাদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" যাতে আমরা শুনবো যে, দুধ বিহীন ছাগল দুধ দিলো। মুস্তফার মহত্বের বর্ণনা, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সুসংবাদ, বিলাদতের স্থানে দোয়া কবুল হয়ে থাকে, জশ্নে বিলাদতের খুশি উদযাপনের পুরস্কার, জশ্নের বিলাদত উদযাপনের অনন্য পদ্ধতি ও মাকতুবে আত্তার। এছাড়াও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। اِنْ شَآءَ الله

www.dawateislami.net

দুধ বিহীন ছাগল দুধ দিলো

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিতা আম্মাজান হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুভাগমন করলেন তখন দেখা গেলো যে, "একটি মেঘ এলো" যাতে আলোর সাথে ঘোড়ার হনহন ও পাখিদের উড়ার আওয়াজ ছিলো আর কিছু মানুষের কথাও শুনা গিয়েছিলো। অতঃপর হঠাৎ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো আর আমি শুনলাম; একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করছে: **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পূর্ব ও পশ্চিমে ভ্রমন করাও আর **তাঁকে** সমুদ্রেরও ভ্রমন করাও, যাতে সমস্ত জগত **তাঁর** নাম, **তাঁর** আকৃতি মুবারক, **তাঁর** গুণাবলী সম্পর্কে জেনে যায় এবং **তাঁকে** সকল জীবিত প্রাণী অর্থাৎ জ্বিন ও মানব, ফিরিশতা এবং পশু পাখির সামনে উপস্থাপন করো আর **তাঁকে** হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর আকৃতি, হযরত শীষ عَلَيْهِ السَّلَام এর মারিফাত, হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর সাহস, হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর বন্ধুত্ব, হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام এর ভাষা, হযরত ইসহাক عَلَيْهِ السَّلَام এর সন্তুষ্টি, হযরত সালিহ عَلَيْهِ السَّلَام এর বাকপটুতা, হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিবিড়তা, হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর ধৈর্য, হযরত ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام এর আনুগত্য, হযরত ইউশাআ عَلَيْهِ السَّلَام এর জিহাদ, হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর আওয়াজ, হযরত দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام এর ভালবাসা, হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام এর মর্যাদা, হযরত ইয়াহইয়া عَلَيْهِ السَّلَام এর সততা, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর পরহেযগারিতা প্রদান করে **তাঁকে** সকল পয়গম্বরদের উৎকর্ষতা ও সুন্দর চরিত্র দ্বারা আরো সুন্দর করে দাও। **(আল মাওয়াহিবুদ দুনিয়া মাআ শরহে যুরকানি, ২১২ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

এরপর সেই মেঘ সরে গেলো। অতঃপর আমি দেখলাম; তিনি রেশমের সবুজ কাপড়ে জড়িয়ে আছেন ও সেই কাপড় থেকে পানি টপকে পড়ছিলো আর কোন আহ্বানকারী ঘোষণা করছে: বাহ! বাহ! কতইনা সুন্দর সারা দুনিয়াকে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আয়ত্বে করে দেয়া হলো এবং বিশ্বজগতের কোন কিছুই অবশিষ্ট রইলো না, যা **তাঁর** সম্রাজ্যের অধিন এবং **তাঁর** ক্ষমতার অধিনে নয়। এবার আমি নূরানী চেহারা দেখলাম তখন তা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় ঝলমল করছিলো এবং শরীর মুবারক থেকে পবিত্র মুশকের সুগন্ধ আসছিলো, অতঃপর তিনজন ব্যক্তিকে দেখলাম, একজনের হাতে রূপার পাত্র, দ্বিতীয়জনের হাতে সবুজ পান্নার থাল, তৃতীয় জনের হাতে একটি চাকচিক্যময় আংটি ছিলো। আংটিটি সাতবার ধৌত করে সে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উভয় কাঁধের মাঝখানে মোহরে নবুয়ত লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে উঠিয়ে নিলেন এবং কিছুক্ষণ পর আমাকে দিয়ে দিলেন।

(আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া মাআ শরহে যুরকানি, ১/২১৫। সীরাতে মুস্তফা, ৬৮ পৃষ্ঠা)

ছরকার কি আমদ মারহাবা রাসূল কি আমদ মারহাব
সরদার কি আমদ মারহাবা আচ্ছে কি আমদ মারহাবা
সালার কি আমদ মারহাবা সাচ্ছে কি আমদ মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, মক্কী মাদানী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কিরূপ অনন্য ছিলো যে, **তাঁর** দুনিয়ায় তাশরীফ আনয়নের পূর্বেই **তাঁর** চর্চা ছিলো এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام থেকে **তাঁর** রিসালতের প্রতি স্বাক্ষী চাওয়া হচ্ছিলো।

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমের ৩য় পারা, সূরা আলে ইমরানের ৮১ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ النَّبِیّٖنَ لَمَاۤ اٰتَیْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ

(পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর স্মরণ করুন! যখন **আল্লাহ** নবীগণের কাছ থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট রাসূল, যিনি তোমাদের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে।

মাওলা মুশকিল কোশা, শেরে খোদা হযরত আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: **আল্লাহ পাক** হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام ও তাঁর পর যাঁকেই নবুয়ত প্রদান করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে **সায়্যিদুল আম্বিয়া, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যাপারে ওয়াদা নিয়েছেন এবং ঐসকল আম্বিয়াগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام নিজেদের জাতীদের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছেন যে, যদি তাদের জীবদ্দশায় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে আসেন তবে তারা যেনো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান নিয়ে আসে এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যেনো অবশ্যই অবশ্যই সাহায্য করে। (মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর মহত্বের বর্ণনা

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: এর থেকে প্রমাণিত হলো, আমাদের **আক্বা ও মাওলা, হাবীবে খোদা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল আম্বিয়া

www.dawateislami.net

عَلَيْهِمُ السَّلَام দের চেয়ে উত্তম। এই আয়াতে মুবারাকায় **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ফযীলতের বর্ণনা করা হয়েছে। ওলামায়ে কিরামগণ এই আয়াতের তাফসীরে পুরো পুরো কিতাব লিখিছেন এবং এর থেকে **প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বের অসংখ্য পয়েন্ট অর্জন করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে **আল্লাহ পাক** মাহফিলের আয়োজন করেছেন। স্বয়ং **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বর্ণনা করেছেন আর বয়ান শ্রবনকারীদের জন্য জগতের পবিত্রতম মানুষ আম্বিয়া কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام দের নির্বাচিত করেছেন এবং এই আলোচনাও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়ায় তাশরীফ আনয়নের পূর্বে হয়েছে, যাতে **তাঁর** মহত্ব বর্ণণা করা হয়েছে এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام দের বিশেষভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়ন এবং সাহায্য করার আদেশ দিয়েছেন। বিষয়টি শুধু এতটুকুতেই শেষ নয় বরং আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام ইরশাদ করার পর রীতিমতো তাঁদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নিলেন, অথচ আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** কোন আদেশ অস্বীকার করেন না। আম্বিয়া কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এই স্বীকারোক্তি রীতিমতো ঘোষনা করেছেন এবং স্বীকার করার পর আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام দের পরস্পরকে স্বাক্ষী বানিয়েছেন। অতঃপর **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: তোমাদের এই স্বীকারোক্তিতে স্বয়ং আমিও স্বাক্ষী। আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام স্বীকারোক্তির পর আবারো অস্বীকার করার কল্পনাও করা যায়না কিন্তু তবুও ইরশাদ করলেন যে, এই স্বীকারোক্তির পর যারাই ফিরে যাবে তারা নাফরমান হয়ে গেলো। **(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ১/৫০৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর তাঁর উম্মতের সামনে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের সুসংবাদ শুনানো তা কুরআনুল করীমেই রয়েছে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاِذْ قَالَ عِیْسَى ابْنُ مَرْیَمَ یٰبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ یَّاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِی اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَیِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۝

(পারা ২৮, সূরা আসসফ, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর স্মরণ করুন! যখন মরিয়ম তনয় ঈসা বললো: 'হে বনী ইস্রাঈল! আমি তোমাদের প্রতি **আল্লাহ**র রাসূল; আমার পূর্বেকার কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং ঐ (সম্মানিত) রাসূলের সুসংবাদদাতা হয়ে, যিনি আমার পরে তাশরীফ আনবেন, তাঁর নাম 'আহমদ'। অতঃপর যখন (আহমদ) তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে তাশরীফ আনলেন, তখন তারা বললো, 'এতো সুস্পষ্ট যাদু'।

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এই সুসংবাদ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের ৫৭০ বছর পূর্বে শুনিয়েছেন আর **তাঁর** নামও বলে দিয়েছেন যে, তাঁর নাম হবে আহমদ। এটাও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদ। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আম্বিয়ায়ে কিরামগণ তাদের সম্প্রদায়ের সমাবেশে উল্লেখ করেছেন যে, **তিনি** তাশরীফ নিয়ে আসবেন আর আমরা আমাদের ইজতিমায় বলি যে, **তিনি** তাশরীফ নিয়ে এসেছেন। পার্থক্য হলো অতীত ও ভবিষ্যতের, প্রমাণ হলো, মিলাদ করা আম্বিয়াগণের সুন্নাত।

তাজেদার কি আমদ মারহাবা শানদার কি আমদ মারহাবা
শহর ইয়ার কি আমদ মারহাবা শাহে আবরার কি আমদ মারহাবা

www.dawateislami.net

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সুসংবাদ

হযরত আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে নাজ্জাশী বাদশাহের দেশে যাওয়ার আদেশ দিলেন (যখন আমরা তার নিকট গেলাম তখন) নাজ্জাশী বাদশাহ বললো: আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের রাসূল** এবং ঐ রাসূল **যাঁর** ব্যাপারে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام সুসংবাদ দিয়েছেন, যদি আমার উপর সম্রাজ্যের বোঝা না থাকতো তবে আমি **তাঁর** খেদমতে উপস্থিত হয়ে নালাঈন বহন করার খেদমত করতাম।

(আবু দাউদ, হাদীস ৩২০৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দশ ভাগের এক ভাগ কৃতজ্ঞতাও আদায় হবে না

হযরত ইমাম ইব্রাহিম বিন আহমদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদের রাতে সমস্ত সৃষ্টি মাথা নিচে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে থাকে যিনি **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে অনেক বড় নেয়ামত, তবে দশ ভাগের এক ভাগ কৃতজ্ঞতাও আদায় হবে না। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রশ্‌দে, ১/২৬১)

কল্যাণ ও সৌভাগ্যের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে

হযরত ইমাম যাকারিয়া বিন মুহাম্মদ বিন মাহমুদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: (রবিউল আউয়াল শরীফ) এটি ঐ মুবারক মাস, যাতে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্তার সদকায় দুনিয়াবাসীদের প্রতি কল্যাণ ও সৌভাগ্যের দরজা খুলে দিয়েছে। (আজায়িবুল মাখলুকাত ওয়াল হাইওয়ানাত, ৬৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সোমবার শুবাগমন করেন এবং সোমবারই **তাঁর** নবুয়ত প্রকাশ পায়, মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরতও সোমবার হয়েছিলো, সোমবারই মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করেন। সোমবারেই জাহেরী ওফাত হয়েছে। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাজরে আসওয়াদকে সোমবারেই প্রতিস্থাপন করেন, এক বর্ণনা অনুযায়ী বদরের বিজয়ও সোমবারেই হয়েছিলো এবং সোমবারেই সূরা মায়েদা অবতীর্ণ হয়েছিলো। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১/৫৯৪, হাদীস ২৫০৬)

সোমবার খুবই মুবারক দিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে প্রত্যেক সোমবার রোযা রাখার উৎসাহ প্রদান করা হয়, সেহেরী ইজতিমার আয়োজন করা হয় যাতে সম্মিলিতভাবে রোযা রাখতে সুবিধা হয়, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনার শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য অসংখ্য আশিকানে রাসূল সোমবার রোযা রাখার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে।

বিলাদতের স্থানে দোয়া কবুল হয়ে থাকে

যেই মুবারক বাড়িতে **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হয়েছে, ইসলামের ইতিহাসে সেই বাড়ির নাম **"মওলিদুন নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" (অর্থাৎ নবীর শুভাগমনস্থান), এটি খুবই বরকতময় স্থান। আল্লামা কুতুবুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত গাহে (অর্থাৎ শুভাগমন করার স্থানে) দোয়া কবুল হয়ে থাকে। (বলদুল আমীন, ২০১ পৃষ্ঠা) খলিফা হারুনুর রশীদের আম্মাজান এখানে মসজিদ নির্মাণ করিয়ে ছিলেন। এই মসজিদটি কয়েকবারই পূণনির্মাণ

www.dawateislami.net

করা হয়েছিলো, এটি খুবই সুন্দর একটি স্থাপনা ছিলো, যার অধিকাংশ অংশে স্বর্ণ (Gold) দ্বারা কারুকার্য করা হয়েছিলো। (জামেউল আসার, ২/৭৫১-৭৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিলাদতের স্থান রূপা দ্বারা আস্তরণ দেয়া হয়েছিলো

আল্লামা আবু হোসাইন মুহাম্মদ বিন আহমদ জুবাইর উন্দলুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আলিশান বাড়ির আলোচনা করে (নিজের যুগের হিসেবে) বলেন: ঐ সম্মানিত স্থান, যেখানে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হয়েছে, সেই বরকতময় স্থানটি রূপার আস্তরণ দেয়া হয়েছিলো (এই স্থানটিকে এমন মনে হতো) যেনো ছোট্ট একটি পুকুর, যার পাড় রূপার। এই মুবারক বাড়ি রবিউল আউয়ালে সোমবারে খুলে দেয়া হতো, কেননা রবিউল আউয়াল **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের মাস ও সোমবার বিলাদতের দিন। মানুষেরা এই জায়গায় বরকত অর্জনের জন্য প্রবেশ করতো। মক্কা মুকাররমায় এই দিন সর্বদার জন্য **"ইয়াওমে মাশহুদা"** ছিলো অর্থাৎ এইদিন লোক জমা হতো।

(তাযকিরাতু বিল আখবার আন ইত্তিফাকাতুল আসফার, ৮৭, ১২৭ পৃষ্ঠা)

মদীনায় আজিমুশ্শান ইজতিমায়ে মিলাদ

হযরত শায়খ আলী বিন মূসা মাদানী মালেকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মসজিদে নববী শরীফে এক সময় ১২ই রবিউল আউয়ালের দিন আজিমুশ্শান ইজতিমায়ে মিলাদ হতো, যাতে বড় বড় ইমামগণ বয়ান করতেন। ১২ই রবিউল আউয়ালের সকালে সূর্য উদয় হতেই মিলাদ শরীফের মাহফিল শুরু হয়ে যেতো এবং মিলাদ পাঠ করার জন্য চারজন ইমাম নিযুক্ত থাকতো। মাহফিল শরীফ হেরেম শরীফের উঠানোই হতো।

www.dawateislami.net

প্রথমে একজন ইমাম সাহেব মিলাদ শরীফের বিশেষ চেয়ারে বসে হাদীস পাঠ করতেন অতঃপর দ্বিতীয় ইমাম চেয়ারে বসতেন এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত শরীফের বয়ান করতেন। অতঃপর তৃতীয় ইমাম **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুধপান করার সময়ের বয়ান করতেন অতঃপর চতুর্থ ইমাম আগমন করতেন এবং তিনি হিজরত সম্পর্কে বয়ান করতেন। অবশেষ লোকেরা শরবত পান করতো এবং বাদাম ও মিষ্টি নিয়ে ফিরে যেতো। (রাসাঈলে ফি তারিখিল মদীনাতি, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জশ্নে মিলাদের খুশি উদযাপনের পুরস্কার

হযরত ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জশ্নে মিলাদে খুশি উদযাপন কারীদের জন্য এই খুশি **জাহান্নাম থেকে প্রতিবন্ধক** হবে, যারা জশ্নে মিলাদের খুশিতে এক দিরহাম খরচ করে তবে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার জন্য শাফায়াত করবেন, **আল্লাহ পাক** তাকে এক দিরহামের পরিবর্তে ১০ দিরহাম দান করবেন। হে মাহবুবের উম্মত! তোমাদের জন্য সুসংবাদ, তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণের অধিকারী হয়েছো।

হযরত আহমদে মুজতাবা, মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জশ্নে মিলাদ উদযাপনকারীরা বরকত, সম্মান, কল্যাণ ও গর্বিত হবে, মুক্তোর পাগড়ী এবং সবুজ পোষাক (Green Robe) পরিধান করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মাজমুউ লাতিফুল ইনসি, ২৮১ পৃষ্ঠা) اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরাও জশ্নে মিলাদ উদযাপন করে থাকি, হায়! যেনো ভালদের সদকায় আমাদের প্রচেষ্টাও কবুল হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

হযরত ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণীতে নিজের পকেট থেকে খরচ করার উৎসাহ রয়েছে যে, যদি কোন আশিকে রাসূল জশ্নে মিলাদের খুশিতে এক দিরহাম খরচ করে তবে **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার শাফায়াত করবেন অর্থাৎ সামান্যতমও যদি খরচ করে তবে তাও বৃথা যাবে না এবং যারা বেশি খরচ করে তবে স্পষ্টতই যে, যত বেশি মধু ঢালা হবে মিষ্টি ততবেশি হবে।

জশ্নে মিলাদের খুশিতে সৈয়্যদদের চাহিদা পূরণ করুন

জশ্নে মিলাদের খুশিতে গরীবদের খুঁজে বের করুন বরং আপনার প্রতিবেশি এবং বংশেও গরীব রয়েছে, তাদেরকে সাহায্য করুন বা যেই বেচারা বেকার রয়েছে আপনি তাদেরকে ছোটখাটো ব্যবসা দিয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিন, তারা আপনাকে সারা জীবন দোয়া করবে, এই নেককাজের সাওয়াব **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারেও উপহার স্বরূপ প্রেরণ করা যাবে, জশ্নে মিলাদের সময় মিলাদের মাহফিল বা জুলুসে মিলাদে আশিকানে রাসূলের জন্য যেই লঙ্গরের ব্যবস্থা করা হয় নিঃসন্দেহে তাও সঠিক কাজ এবং আমাদের লাইটিং করা, পতাকা লাগানোও সঠিক কাজ। জশ্নে মিলাদের খুশিতে আপনি কোন সৈয়দ সাহেবের কোন সমস্যা সমাধান করে দিন বা কোন সৈয়দ সাহেব অসুস্থ হলে তবে তার সম্পূর্ণ চিকিৎসার খরচ নিজের উপর নিয়ে নিন এবং এই নিয়্যত করে নিন যে, তার চিকিৎসা করাবো, যদিও আমার লাখ টাকাও খরচ হয়ে যাক বা কোন সৈয়দ সাহেবের যুবতী কন্যা রয়েছে কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে বিবাহে দেরী হচ্ছে, আপনার যতটুকু সম্ভব বিবাহের খরচ দিয়ে দিন, যাতে সেই সৈয়দজাদির সমস্যা দূর হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

পেয়ারে কি আমদ মারহাবা মাওলা কি আমদ মারহাবা
আউলা কি আমদ মারহাবা আ'লা কি আমদ মারহাবা
জাহির কি আমদ মারহাবা বাতিন কি আমদ মারহাবা

হে আশিকানে রাসূল! নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোন পেরেশানগ্রস্থ উম্মতের পেরেশানি দূর করার ফযীলত কি? আপনারা শুনলে ঈমান সতেজ হয়ে যাবে। যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

কিয়ামতের দিন আরশের ছায়া

কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** আরশ ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, তিন ধরনের ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** আরশের ছায়ায় থাকবে। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা? ইরশাদ করলেন: (১) ঐ ব্যক্তি, যে আমার উম্মতের পেরেশানি দূর করবে (২) আমার সুন্নাতকে জীবিতকারী (৩) আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারী। **(বদরুস সাফিরা লিস সুয়ুতী, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৬৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মনে রাখবেন! যদি কোন দুঃখী বান্দাকে কোন সাহায্য করা হয় তবে ঢঙ্কা পিঠিয়ে সবার সামনে, দেখানো ও শুনানোর জন্য নয় বরং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে গোপনে এমনভাবে সাহায্য করা উচিৎ যে, এক হাতে দিবে আর অপর হাত জানবেও না। যদি আমরা কোন গরীবকে সাহায্য করে তাকে দু'চারটি কথা শুনিয়ে দিই, খোঁটা দিই তখন তো স্পষ্টতই তার কষ্ট হবে আর আমাদের কৃতকর্ম সব

www.dawateislami.net

বেকার হয়ে যেতে পারে বরং এমন যেনো না হয় যে, মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার গুনাহে যেনো পড়ে না যায়।

৩য় পারা সূরা বাকারার ২৬৪ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! আপন দানকে নিষ্ফল করে দিওনা খোঁটা দিয়ে ও ক্লেশ দিয়ে।

জশ্নে মিলাদ উদযাপনের অনন্য পদ্ধতি

হে আশিকানে মিলাদ! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জশ্নে মিলাদ উদযাপনেরও একটি অনন্য পদ্ধতি রয়েছে আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইজতিমায়ে মিলাদেরও কি অপরূপ শান! যেমনটি এক আশিকানে রাসূলের বর্ণনা কিছুটা এরূপ: **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রাতে কাকড়ী গ্রাউন্ড বাবুল মদীনায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আয়োজনে রবিউল শরীফের **১২**তম রাতের অনেক বড় ইজতিমায়ে মিলাদে আমরা কয়েকজন ইসলামী ভাই উপস্থিত হলাম। কথায় কথায় এক ইসলামী ভাই বলতে লাগলো: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইজতিমায়ে মিলাদ আগে খুবই ভাবগম্ভির হতো, এখন আর তা নেই। একথা শুনে অপরজন বললো: আরে! আপনার এখানে ভুল হচ্ছে, ইজতিমায়ে মিলাদের অবস্থা তো তেমনই আছে কিন্তু আমাদের মনের অবস্থা আগের মতো নেই, রাসূলের যিকির কিভাবে পরিবর্তন হতে পারে! আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন হয়ে গেছে! যদি আজও আমরা আপত্তির শুষ্ক উপত্যাকায় ঘুরাফেরা করার পরিবর্তে ভক্তি ও সম্মান সহকারে **রাসূলে**

www.dawateislami.net

পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর কল্পনায় ডুবে নাত শরীফ শুনি তবে اِنْ شَآءَ الله দয়া হবেই।

প্রথম ইসলামী ভাইয়ের শয়তানী কুমন্ত্রণা সম্বলিত দায়িত্বহীন আপত্তি যদিও বোরিং করে ইজতিমায়ে মিলাদ থেকে বঞ্চিত করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ছিলো কিন্তু দ্বিতীয় ইসলামী ভাইয়ের উত্তরকে শত কোটি মারহাবা! যে, তা নফসে লাওয়াম্মাকে জাগ্রতকারী ও শয়তানকে বিদূরীতকারী ছিলো। অতএব সেই উত্তর প্রভাবময় তীর হয়ে আমার অন্তরে বিদ্ধ হয়ে গেলো। আমি সাহস করলাম, কদম উঠালাম ও ইজতিমায়ে মিলাদের মাঝখানে চলে গেলাম আর আশিকানে রাসূলের মাঝে বসে গেলাম, নাতের মনোমুগ্ধকর পংতিতে হারিয়ে গেলাম। সুবহে সাদিকের সোনালী মুহূর্ত এলো, সকল আশিকানে রাসূল বসন্তের প্রভাতকে স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে গেলো, ইজতিমায় এক ভাবাবেগ বিরাজ করছিলো, চারিদিকে **মারহাবা ইয়া মুস্তফা!** এর সাড়া জাগাচ্ছিলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল দরবারে দরূদ ও সালামের পুষ্পগুচ্ছ প্রেরণ অব্যাহত ছিলো, আশিকানে রাসূলের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো, চারিদিক থেকে কান্নার আহাজারির আওয়াজ আসছিলো, আমার মাঝেও আশ্চর্য এক অনুভুতি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো, আমার গুনাহপূর্ণ চোখ চারিদিকে হালকা হালকা বিন্দু বর্ষণ হতে দেখলো, যেনো সম্পূর্ণ ইজতিমা রহমতের বর্ষণে গোসল করছিলো, আমি কপালের চোখ বন্ধ করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর কল্পনায় হারিয়ে গিয়ে দরূদ ও সালাম পাঠ করাতে লিপ্ত হয়ে গেলাম। হঠাৎ হৃদয়ের চোখ খুলে গেলো, সত্য বলছি, **যাঁর** জশ্নে মিলাদ উদযাপন করা হচ্ছিলো সেই **নূরানী নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি গুনাহগারের প্রতি

www.dawateislami.net

দয়া করলেন এবং আমাকে নিজের দীদার করিয়ে দিলেন, দীদার দ্বারা অন্তর শীতল হয়ে গেলো। আসলেই সেই ইসলামী ভাই একেবারেই সত্যই বলেছিলো যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইজতিমায়ে মিলাদ তো আগের ন্যায় ভাবগম্ভিরই রয়েছে কিন্তু আমাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে, যদি আমরা মনোযোগী থাকি তবে আজও সেই জ্বলওয়া প্রসারিত হচ্ছে।

আমদে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা
ইয়া শাফিয়াল ওয়ারা মারহাবা মারহাবা
ইয়া রাসূলে খোদা মারহাবা মারহাবা

আহমদে মুজতাবা মারহাবা মারহাবা
খাতেমুল আম্বিয়া মারহাবা মারহাবা
জান তুম পর ফিদা মারহাবা মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর পুস্তিকা **"বসন্তের প্রভাত"** এ জুলুসে মিলাদের সতর্কতা এবং ফযীলত বর্ণনা করে বলেন:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার রোযা রেখে নিজের শুভাগমনের দিন উদযাপন করতেন, আপনারাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে **১২ই** রবিউল আউয়াল শরীফে রোযা রেখে মাদানী পতাকা হাতে নিয়ে মিলাদুন্নবীর জুলুসে যোগ দিন।

যতটুকু সম্ভব হয়, অযু অবস্থায় থাকুন। মুখে দরূদ সালাম ও না'তে **মুস্তফা**র আওয়াজ তুলুন, না'ত ও দরূদ সালামের ফুল বর্ষণ করে দৃষ্টিকে নত রেখে পূর্ণ গাম্ভীর্য বজায় রেখে পথ চলুন। লাফালাফি করে চলে কাউকে সমালোচনা করার সুযোগ দিবেন না।

www.dawateislami.net

মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জুলুসে যতদূর সম্ভব অযু অবস্থায় থাকুন। নামায জামাআত সহকারে পড়ার প্রতি সজাগ থাকবেন। আশিকানে রাসূল জামাআত ত্যাগকারী হয়না।

মিলাদুন্নবীর জুলুসকে ঘোড়ারগাড়ী ও উটের গাড়ী থেকে মুক্ত রাখা উচিত, কেননা তাদের পায়খানা-প্রস্রাব জুলুসে অংশগ্রহণকারী আশিকানে রাসূলের কাপড়-চোপড় নষ্ট করে দিতে পারে।

জুলুসের মধ্যে "পুস্তিকা বন্টন" করুন অর্থাৎ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা ও মাদানী ফুলের বিভিন্ন লিপলেট তাছাড়া সুন্নাতে ভরা বয়ানের ভিসিডি ইত্যাদি অধিকহারে বণ্টন করুন, এছাড়াও ফল ফলাদী বন্টন করাতেও ছুড়ে মারার পরিবর্তে মানুষের হাতে হাতে দিন, মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে পায়ের নিচে পিষ্ট হলে এর অসম্মানী হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই সাধ্যমতো অধিকহারে অন্যথায় কমপক্ষে ১২ টাকার মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত পুস্তিকা এবং মাদানী ফুলের বিভিন্ন লিফলেট মিলাদুন্নবীর জুলুসে বন্টন করুন এবং ইসলামী বোনেরা বন্টন করান। **(বসন্তের প্রভাত, ২৬-৩৬ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net